দাউলার আসল রূপ
পর্ব-৩

দাউলা কর্তৃক সৃষ্ট সংশয়সমূহ

সূচি

সংশয়:১

তাগুত সেনাবাহিনীকে তাকফীর না করা.....১১১

সংশয়:২

শরয়ী শব্দ ব্যবহার না করা.....১১৪

সংশয়:৩

মুরসির প্রশংসা করা.....১১৬

সংশয়:৪

ওবামাকে মিস্টার (জনাব) বলে সম্বোধন করা..... ১২০

সংশয়:৫

অন্যান্য ধর্মের লোকদের সাথে নিরাপদে বসবাস করতে বলা ১২২

সংশয়:৬

আল-কায়েদা পথভ্রষ্ট হয়েছে..... ১২৪

সংশয়:৭

সাধারণ মুসলিমদের সরকার বিরোধী আন্দোলনগুলোকে সমর্থন করা.. ১২৬

দাউলা যখন মিথ্যা, অন্যায়-রক্তপাত ও তাকফীরের ক্ষেত্রে চরম বাড়াবাড়ির শিকার তখন মুজাহিদ শায়েখগণ তাদের ব্যাপারে উম্মাহকে সতর্ক করতে লাগলেন। তাদের সাথে সম্পৃক্ত মুজাহিদীনদেরকে হক পথ চেনাতে লাগলেন। তখন তারা নতুন এক চক্রান্ত নিয়ে মাঠে হাজির হল। আর তা হচ্ছে মুজাহিদীনের ব্যাপারে অপপ্রচার ও প্রোপাগান্ডা ছড়ানো। উদ্দেশ্যমূলকভাবে ছড়ানো হল নানা সন্দেহ-সংশয়।

এ পর্যায়ে আমরা তাদের সৃষ্ট সংশয়গুলো ধারাবাহিকভাবে নিরসন করার চেষ্টা করব।

যখন মুজাহিদীনের ফয়সালা তাদের প্রবৃত্তির অনুকূল হল না, তখন উমারাদের মতামতকে অবজ্ঞা করে তারা নিজেদের মতামতের উপর বেঁকে বসল। আনুগত্য ভঙ্গ করল। আর তাদের এসব অপরাধকে ঢাকার জন্য তারা প্রথম যে সূর তুলল, তা হচ্ছে- আল-কায়েদার মানহাজ পাল্টে গেছে, বিকৃত হয়ে গেছে। দাউলার মুখপাত্র আবু মোহাম্মদ আল-আদনানী 'মা কানা হাযা মানহাযানা' নামক বয়ানে বলেন,

القاعدة انحرفت وتبدّلت وتغيّرت .

'আল-কায়েদা পথভ্রষ্ট হয়েছে, পরিবর্তন হয়েছে, পাল্টে গেছে।'

তিনি আরও বলেন,

لقد انحرفت قيادة تنظيم القاعدة عن منهج الصواب .

'তানযীমুল কায়েদার নেতৃত্ব সঠিক মানহ জ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে।'

আর এর স্বপক্ষে তারা কিছু খোঁড়া যুক্তি উপস্থাপন করতে আরম্ভ করল।

সংশয়:১

তাদের এক নম্বর অভিযোগ হচ্ছে, শায়েখ আইমান বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের তাগুত সেনাবাহিনীকে তাকফীর করেন না।

আদনানী বলেন,

وتصدع بردّة الجيش المصري والباكستاني والأفغاني والتونسي والليبي واليمني وغيرهم من جنود الطواغيت وأنصارهم

'আপনি (শায়েখ আইমান) ঘোষণা দিন, 'মিসর, পাকিস্তান, আফগান, তিউনিসিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেন ও অন্যান্য দেশের তাগুত সেনাবাহিনী ও সাহায্যকারীরা মুরতাদ'।

জবাবঃ-

সুবহানাল্লাহ! শায়েখ আইমানকে বলা হচ্ছে, তিনি যেন তাওহীদের প্রথম রুকন 'কুফর বিত-তাগুত' আদায় করেন। তিনি তাগুতদেরকে তাকফীর না করায় তার তাওহীদ স্পষ্ট না।

সংশয় নিরসন এক.

শায়েখ আইমানের নেতৃত্বে কায়েদাতুল জিহাদের (আল-কায়েদার) আফগান শাখার ভাইয়েরা আফগানিস্তানে আফগান মুরতাদ সেনাবাহিনীকে হত্যা করছে। হিন্দুস্তান শাখার মুজাহিদীন পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ছে। জাযীরাতুল আরব শাখার মুজাহিদীন ইয়েমেনের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। সোমালিয়ার মুজাহিদীন আশ-শাবাব সোমালিয়ান তাগুত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। মুজাহিদগণ প্রতিদিন মুসলিম দেশের এ সমস্ত তাগুত বাহিনীর সদস্যদেরকে হত্যা করছে, বন্দী করছে, তাদের সম্পদ গণিমত হিসেবে গ্রহণ করছে।

শায়েখ আইমান ও আল-কায়েদার সৈনিকগণ শুধু এসকল তাগুত বাহিনীগুলোকে তাকফীর করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং তাদেরকে হত্যা করছে, বন্দী করছে, তাদের সম্পদ গণিমত হিসেবে গ্রহণ করছে যা দিবালকের ন্যায় স্পষ্ট, কিন্তু আল্লাহ তাআলা যদি কাউকে অন্ধ ও ভ্রষ্ট করে দেন তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। আর কেউ যদি খারাপ উদ্দেশ্যে মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করতে চোখ বন্ধ করে এসব বলে বেড়ায় তাহলে তো আল্লাহ তাআলা তা দেখছেন।

দুই.

শায়েখ আইমান তাঁর অনেক লিখনি ও আলোচনায় এসকল শাসক ও তাদের সেনাসেনাবাহিনীকে তাকফীর করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা বলেছেন। তিনি পাকিস্তানী রাষ্ট্রব্যবস্থার কুফর প্রমাণের জন্য পৃথক একটি কিতাব পর্যন্ত রচনা করেছেন। শায়েখ বলেন:

فقد تغلّب على أهلها حكّام كفّار مجرمون، حكموا المسلمين بأحكام اليهود والنصارى، ووالوا أعداءالله تعالى... فهؤلاء الحكام كفّار بنصّ الكتاب والسنّة

وإجماع سلف الأمّة، يجب على كلّ مسلم جهادهم باليد والمال واللسان، كلٌّ بحسب طاقته وقدرته، ولايؤثّر في ذلك أنّهم يتسمّون بأسماء المسلمين، ويتكلّمون بلسانهم، فلا فرق في إطلاق أحكام الكفر بين من كان من الكفارالأصليين ومن ينتسب زوراً وبهتاناً إلى هذا الدين .

'ইসলামী ভূ-খণ্ডগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে পাপিষ্ঠ কাফের শাসকবর্গ। তারা মুসলমানদেরকে শাসন করছে ইহুদী-নাসারাদের বিধান দ্বারা। তারা আল্লাহ তাআলার শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করছে। সুতরাং এ শাসকবর্গ কাফের। আর এটা কুরআন-সুন্নাহ ও পূর্বসূরীদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব হল, নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে জান মাল ও যবান দ্বারা জিহাদ করা। তারা যে মুসলমান নাম ধারণ করে আছে এবং তাদের ভাষাতেই কথা বলছে এ ক্ষেত্রে তার কোনই কার্যকরিতা থাকবে না। আসল কাফের আর মিথ্যা ও বানোয়াটভাবে দীনের সাথে সম্পর্কযুক্ত কাফেরের মাঝে কুফরের হুকুম প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করা হবে না।'[১৩৫]

তিন.

শায়েখ আইমান আফগান জিহাদে যোগ দেওয়ার পূর্বে মিসরে 'জামায়াতুল জিহাদের' একজন উচ্চ পর্যায়ের আমীর ছিলেন। আর জিহাদী জামায়াতের তখন থেকেই এই আকীদা যে, এ সকল তাগুত শাসকরা মুরতাদ। সুতরাং দীন কায়েমের জন্য তাদের বিরুদ্ধে ও তাদের সৈনিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। তিনি সে সময় থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত নিজের জীবনটা অতিবাহিত করছেন এ সকল তাগুতী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে। হাজার হাজার মুসলিম যুবকের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। যারা এ সকল সৈনিকদেরকে তাকফীর করে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, সেই মহান শায়েখ, যিনি এ পথেই নিজ যৌবন কাটিয়েছেন, নিজের দাঁড়িগুলো সাদা করেছেন, তাঁর ব্যাপারে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে, তাঁর তাওহীদ স্পষ্ট না, কারণ তিনি এই সৈনিকদেরকে তাকফীর করেন না।

[১৩৫] মাআলিমুল জিহাদ, সংখ্যাঃ১, পৃষ্ঠাঃ২৭

সংশয়:২

শায়েখ আইমানের আকীদা ঠিক নেই, কারণ তিনি তাগুত, মুরতাদ, কুফ্ফার ও এধরণের শব্দ সব সময় ব্যবহার না করে অন্য শব্দ ব্যবহার করেন। 'আলফাযে শরইয়্যাহ' কে সব সময় ব্যবহার করেন না।

আদনানী বলেন:

.....واستبدال نعتهم بالمتأمركين وغيرها من النعوت، وتُسمّيهم بماسمّاهم به ربّ العالمين: بالطواغيت والكفّار والمرتدّين، وعدم التلاعب بالأحكام والألفاظ الشرعية كقولك: الحكم الفاسد، والدستور الباطل، والعسكر المتأمركين .

'আমরা আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি আপনি এসমস্ত সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে 'আমেরিকান' বা এধরণের বিশেষণগুলো ব্যবহার করা ছেড়ে দিন। 'তাগুত, কুফফার, মুরতাদ', এ ধরণের যে সমস্ত নামে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সম্বোধন করেছেন সে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করুন। শরয়ী শব্দ ও বিধানসমূহ নিয়ে খেলা বন্ধ করুন। যেমন আপনি বলে থাকেন,- الحكم الفاسد (ভ্রষ্ট বিধান), الدستورالباطل (বাতিল সংবিধান), العسكرالمتأمركين আমেরিকান বাহিনী।'

জবাব:

আদনানী আল-কায়েদা ও শায়েখ আইমানের আকীদা/মানহাজ ভ্রান্ত হওয়ার যেসমস্ত কারণ উল্লেখ করেছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে, শায়েখ আইমানের শব্দ প্রয়োগ।

এক.

কি অবাক করা যুক্তি?!! কেউ যদি الحكم الكفري 'কুফরি বিধানের স্থানে কখনো الحكم الفاسد 'ভ্রষ্ট বিধান' বলে, الدستورالكفري 'কুফরী সংবিধান' এর স্থানে الدستورالباطل 'বাতিল সংবিধান' ব্যবহার করে, মুসলিম দেশের যে সমস্ত কুফরী বাহিনী আমেরিকার পক্ষ নিয়ে লড়াই করছে, তাদেরকে 'আমেরিকান বাহিনী' বলে, তাহলে কি সেটা শরয়ী শব্দ নিয়ে খেলা হবে? তার আকীদাহ মানহাজে সমস্যা আছে বলে মনে করা হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে দলীল নিয়ে আসো।

দুই.

শায়েখ আইমান তো তার লিখনি ও বক্তৃতার মধ্যে শত শত স্থানে, বরং হাজার হাজার স্থানে এসমস্ত আইন ও সংবিধানকে কুফরী সংবিধান বলে উল্লেখ করেছেন, এসমস্ত সংবিধানের অনুসারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের আহ্বান করেছেন। যে কেউ তার কিতাবগুলোর উপর দৃষ্টি বুলিয়েছে তার আলোচনা শুনেছে, সে নিশ্চিতভাবেই এটা স্বীকার করবে। সুতরাং তার এক, দুইটি বয়ান থেকে কিছু শব্দ নিয়ে এসে কিভাবে বলা হচ্ছে যে, তিনি শরয়ী পরিভাষা নিয়ে খেলা করছেন।

তিন.

শায়েখ আইমানের আলোচিত যে সমস্ত শব্দে আদনানী ভুল ধরেছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে, الدستور الباطل (বাতিল সংবিধান)। الدستور الكفري (কুফরী সংবিধান) এর স্থানে الدستور الباطل (বাতিল সংবিধান) ব্যবহার করাটা কি 'আলফাযে শরইয়্যার সাথে খেলা করা? الباطل কি শরয়ী শব্দ নয়? অজ্ঞতা অজ্ঞের জন্য কত বড় বোঝা!! মহান আল্লাহ তাআলা কুরআনের একাধিক স্থানে এই বাতিল শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ ﴾

'এর কারণ হচ্ছে, যারা কুফরী করেছে তারা বাতিলের অনুসরণ করে।'[১৩৬]

এখানে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের অনুসৃত বিধান এর ক্ষেত্রে বাতিল শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এখন তার উত্তর কী হবে?

চার.

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে ঐ মুখপাত্র যে বয়ানে শায়েখকে বলছে, তিনি শরয়ী শব্দ ব্যবহার করেন না, সেই বয়ানেই একাধিক স্থানে সে নিজে একই ভুলে (তার মতে) পতিত হয়েছে।

শায়েখ আইমান এসমস্ত বাহিনীগুলোকে العسكر المتأمركين বলেছেন, তাই এটা তাঁর অপরাধ হয়েছে, অথচ সে নিজেই " الجبهة الإسلامية" কে উক্ত বয়ানের

[১৩৬] সূরা মোহাম্মদ, আয়াত:৩

মধ্যেই الجبهة السلوليّة বলেছে। جبهة النصرة কে جبهة الخائن الغادر বলেছে, অপর বয়ানে, " الجبهة الإسلامية কে جبهة آل سلول، جبهة الضرار বলেছে।

এখন তার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে, এসব শব্দ ব্যবহার করার কারণে কি পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে হবে? উত্তর যদি হয় 'না' তাহলে এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেন আপনারা অপলাপ করছেন যিনি জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদে, এ পথেই শহীদ হয়েছে তার স্ত্রী, শহীদ হয়েছে তার সন্তান।[১৩৭]

আর উত্তর যদি হয় হ্যাঁ, তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনাদেরও কি আকীদা নষ্ট হয়েছে, মানহাজ পাল্টেছে? নাকি আপনারা সেই সমস্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾

'তোমরা কি অন্যদেরকে কল্যাণের উপদেশ দাও আর নিজেদেরকে ভুলে থাকো?'[১৩৮]

সংশয়:৩

শায়েখ আইমান হাফি:র আকীদাহ ঠিক নেই, কারণ, তিনি মিশরের সাবেক প্রেসিডেন্ট মুরসির প্রশংসা করেছেন, অথচ মুরসি মুরতাদ?

দাউলার প্রধান মুফতী তুর্কি বিন আলী শায়েখ মাকদিসির কাছে শায়েখ আইমানের ব্যাপারে লিখেছেন:

وتأمل في ثنائه على الطاغوت مرسي!

'আপনি তাগুত মুরসির ব্যাপারে তার (শায়েখ আইমানের) প্রশংসাটা একটু চিন্তা করুন!'

একইভাবে দাউলার মুখপাত্র আদনানী আল-কায়েদার পথভ্রষ্ট হওয়ার ও মানহাজ পরিবর্তনের প্রমাণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

وأصبح طاغوت الإخوان ،المحارب للمجاهدين، الحاكم بغير شريعة الرحمن: يُدعى له، ويُترفَّق به، ويُوصف بأنه أمل الأمة، وبطل من أبطالها .

---

[১৩৭] الدقيقة الإعلامي، للإنتاج الفرقان مؤسسة الكاذبين، على الله لعنت فنجعل نبتهل ثم بعنوان: بيان:٨

[১৩৮] বাকারা,আয়াত:৪৪

'ইখওয়ানের যে তাগুতগোষ্ঠি মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, রহমানের শরীয়তের বিপরীত বিধান দ্বারা বিচার ফয়সালা করে, তার জন্য দোআ করা হচ্ছে, তার প্রতি সহানুভূতি দেখান হচ্ছে। বলা হচ্ছে, সে নাকি উম্মাহর আশার পাত্র। উম্মাহর একজন বীর।

জবাব:

সুবহানাল্লাহ!! এই অভিযোগ স্পষ্ট মিথ্যা ছাড়া আর কি হতে পারে ! আমি এখানে শায়েখ আইমানের মুরসি সম্পৃক্ত বক্তৃতা অক্ষরে অক্ষরে তুলে ধরছি, পড়ুন ও আপনারাই সিদ্ধান্ত নিন:

وأنصحك مخلصًا لك النصيحة وراجيًا لك الهداية والتوفيق والتثبيت،

فأقول لك: لقد عاملت مع العلمانيين ووافقتهم، ومع الصليبيين وتنازلت لهم، ومع الأمريكان وأعطيت لهم الضمانات، ومع الإسرائيليين وأقررت بمعاهدات الاستسلام معهم، ومع عسكر مبارك الذين تربوا على مساعدات أمريكا فوافقتهم، ومع جلادي الداخلية فطمأنتهم،

فماذا كانت النتيجة؟

وأنت اليوم في امتحان عظيم، إما أنت تمسك بالحق غير متزلزل و لامتذبذب ولامتزحزح، فتطالب بحاكمية الشريعة في وضوح وجلاء، وترفض القضاء الفاسد، والقوانين العلمانية، والدستور العلماني، وتصر على تحرير كل شبر من ديار الإسلام المحتلة، وتأبى الاعتراف بأية معاهدة أو اتفاق يتنازل عنها،

وتعاهد ربك أنك ستجهر بالحق الذي يفرضه عليك شرعه، ولاتتنازل قيد أُنملة عن ذلك،فحينئذ أبشرك بأنك ستكون من أبطال هذه الأمة، ورموزها البارزة، وقادتها العظام، وستحشد الأمة في مصر والعالم الإسلامي خلفك في معركتها مع أعدائها،

وإن توفاك الله مخلصًا على ذلك فأبشر بحسن الخاتمة وعظيم الثواب فيها في آخرتك

'আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি, একনিষ্ঠভাবে আপনার কল্যাণকামী হয়ে। আমি আপনার সৎপথ প্রাপ্তির প্রত্যাশা করি, প্রত্যাশা করি তাওফিক ও দৃঢ় তার।

আপনি সেক্যুলারদের সাথে কাজ করছেন, তাদের সাথে একমত পোষণ করছেন, আপনি ক্রুসেডারদের সাথে কাজ করছেন, তাদের জন্য নিজেকে নত করছেন, আমেরিকানদের সাথে কাজ করছেন, তাদেরকে জামানত দিয়েছেন। আপনি ইসরাঈলের সাথে কাজ করছেন, তাদের সাথে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করছেন, মোবারকের সেই সেনাবাহিনীর সাথে কাজ করছেন, যারা প্রতিপালিত হয়েছে আমেরিকার সাহায্যে আপনি তাদের সাথে একমত পোষণ করছেন, দেশীয় জল্লাদদের সাথে কাজ করছেন এবং তাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন।

বলুন, এ সবের ফলাফল কী হল?!!!

আজ আপনি এক মহা পরীক্ষার মধ্যে পতিত। হয় আপনাকে কোন ধরণের দ্বিধা-দ্বন্ধ ব্যতিরেকে হককে আঁকড়ে ধরতে হবে, পরিষ্কার ও স্পষ্টরূপে শরয়ী বিধান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে, সেক্যুলার আইন, সেক্যুলার সংবিধান ও বাতিল শাসনব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। কাফেরদের দ্বারা দখলকৃত ইসলামের প্রতি বিঘত ভূমিকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে, এমন কোন জোট ও চুক্তিতে আবদ্ধ হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে হবে, যাতে সামান্যও ছাড় দিতে হয়।

আল্লাহর সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন, সেই সত্যকে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করার, যা শরীয়ত আপনার উপর ফরজ করেছে। আর এ ক্ষেত্রে আপনি এক ইঞ্চি পরিমাণও ছাড় দিবেন না। হ্যাঁ, আপনি যদি এসব করতে পারেন তাহলে আমি আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছি, আপনি তখন হতে পারবেন এই উম্মাহর বীরদের একজন, অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন তাদের অনুসরণীয় ও আদর্শ ব্যক্তিদের মধ্যে, আপনি পরিগণিত হবেন উম্মাহর বীরদের মধ্যে, মিশর ও পুরো ইসলামীবিশ্ব থেকে উম্মাহ আপনার পিছনে একত্রিত হবে, শত্রুদের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে।

আল্লাহ তাআলা যদি আপনাকে এর তাওফীক দেন, এবং আপনি নিষ্ঠার সাথে এগিয়ে যান তাহলে এ পথে জীবন গেলেও পরকালে অর্জন করবেন মহা প্রতিদান'।

আদনানী এই বক্তব্যের ব্যাপারে শায়েখ আইমানের উপর দুইটি অভিযোগ উত্থাপন করেছে:

১. শায়েখ আইমান 'তাগুত মুরসির' জন্য দুআ করেছেন।
২. তাকে উম্মাহর আকাঙ্খিত ও বীর বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এক.

শায়েখ আইমান বলেছেন, 'আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি, একনিষ্ঠভাবে আপনার কল্যাণকামী হয়ে। আমি আপনার সৎপথ প্রাপ্তির প্রত্যাশা করি, প্রত্যাশা করি তাওফিক ও দৃঢ়তার !

শায়েখ আইমান তাঁর জন্য কল্যাণ কামনা করেছেন। মুরসি যদি কাফেরও হয়ে থাকে তবুও তার জন্য কল্যাণ কামনাকরা কি তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক?

আল্লাহ তাআলা হুদ আলাইহিস সালামকে তার কাফের সম্প্রদায় আদ জাতির কাছে পাঠালেন। তিনি তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি তার কাফের সম্প্রদায়কে বলেন,

﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴾

'আমি তোমাদের কাছে আমার রবের নির্দেশনা পৌছাচ্ছি আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত কল্যাণকামী হয়ে।'[১৩৯]

এখানে আল্লাহ তাআলার নবী তার সম্প্রদায়কে দাওয়াত দেওয়াকালীন বলছিলেন, আমি তোমাদের জন্য কল্যাণকামী। একইভাবে শায়েখ আইমান তার সসম্প্রদায়ের একজন পথভ্র'কে দাওয়াত দেওয়ার সময় বলছিলেন, আমি আপনার জন্য কল্যাণকামী।

একটু ভাবুন, শায়েখের এই দাওয়াত কি তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক, নাকি দাওয়াতের ক্ষেত্রে নবীদের সুন্নহর অনুসরণ?

শায়েখ বলেন,
আমি আপনার সৎপথ প্রাপ্তির প্রত্যাশা করি, প্রত্যাশা করি তাওফিক ও দৃঢ়তার।

এখানে শায়েখ তার হিদায়াত, তাওফীক ও সুদৃঢ় পথে আসার আকাঙ্ক্ষা করেছেন।

এখন আপনারা বলুন, কোন কাফের, ফাসিক বা বিদআতির জন্য হিদায়েত ও তাওফীকের দোআ করা, সে যেন হিদায়েতের পথে দৃঢ় থাকে, এই দোআ করা কি হারাম? তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক?

---

[১৩৯] সূরা আরাফ, আয়াত:৬৮

দুই.

মুরসিকে উম্মাহর আকাঙ্খিত ও বীর বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এই অভিযোগ যে কত বড় মিথ্যা ও বানোয়াট, তা শায়েখের উপরোক্ত বক্তব্য পড়ে থাকলে যে কেউ বুঝতে পারবে। এখানে সেই কাজ করা হয়েছে, রাসূলের সাথে যা করা হয়েছিল ।

১. 'খিলাফতের' মুখপাত্র! আপনি সত্যবাদী হয়ে থাকলে বলেন, কোথায় শায়েখ মুরসিকে বীর বলে আখ্যায়িত করেছেন? কেন আপনি মাঝখানের পুরো অংশটুকু ঢেকে রেখে কিছু অংশ বিকৃতভাবে উপস্থাপন করলেন? এটা কি তাদলিস নয়? এই তাহলে 'খিলাফতের' একজন মুখপাত্রের আখলাক?

২. কোন একজন দায়ী এক কাফেরকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন- 'তুমি যদি ঈমান আন ও সৎকাজ কর, তাহলে তুমি জান্নাতে যাবে।' অপর একজন মুদাল্লিস (স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বক্তার ভাষ্যে পরিবর্তন সাধনকারী) এসে তার বাক্যের প্রথম অংশটি গোপন করলেন, 'তুমি যদি ঈমান আন ও সৎকাজ কর'। এখন সে বলতে শুরু করল এই দায়ীর আকীদা সহীহ নেই, তার তাওহীদ পরিষ্কার না। কারণ, সে এক কাফেরকে বলেছে, কাফের নাকি জান্নাতে যাবে। আদনানী আপনি বলুন তো, সেই মুদাল্লিসের মাঝে আর 'খিলাফতের' মুখপাত্রের মাঝে পার্থক্য কোথায়?

সংশয়:৪

শায়েখ আইমানের আকীদা নষ্ট হয়ে গেছে, যার ফলে তিনি ওবামাকে মিস্টার (জনাব) বলে সম্বোধন করেছেন।

দাউলার প্রধান মুফতী তুর্কি বিন আলী শায়েখ মাকদিসীর কাছে শায়েখ আইমানের ব্যাপারে লিখেছেন,

وأخيرا أدعوك ياشيخي للتأمل في خطابات الشيخ أيمن الظواهري وخاصة الأخيرة منها. فتامل شيخي في قول الشيخ أيمن عن أوباما أو بوش " مستر "اهـ

'হে আমার শায়েখ! আমি সর্বশেষ আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি শায়েখ আইমানের বক্তব্যগুলো নিয়ে একটু চিন্তা করুন! বিশেষ করে সর্বশেষ বক্তৃতাটি!

হে শায়েখ! আপনি চিন্তা করুন, শায়েখ আইমান, ওবামা অথবা বুশকে বলেছে 'মিস্টার'।'

জবাব:

এই অভিযোগটি হচ্ছে দাউলার 'খিলাফতের' সব চেয়ে বড় মুফতীর। এই অভিযোগ থেকে যেভাবে তার অজ্ঞতা প্রকাশ পায়, একইভাবে ফুটে ওঠে আদনানীর অনুসরণে বাক্যের কিছু অংশ গোপন করে অপর কিছু অংশকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকৃত করে উপস্থাপন নীতি। যেমন, খিলাফত তেমন তার মুখপাত্র !

এক.

আমি বলি, মুফতী সাহেব হাতটি সরান, আমাদেরকে একটু পুরো বাক্যটি দেখতে দিন:

"مستر أوباما"،عسى أن يكوا نقصم ظهوركم على أيدى مجاهدى أمةالإسلام بإذن الله حتى تستريح الدنيا ويستريح التاريخ من إجرامكم وصلفكم وكذبكم

'মিস্টার ওবামা! আশা করি, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় অচিরেই মুসলিম উম্মাহর মজাহিদীনের হাতে তোমাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে। আর এর ফলে তোমাদের অন্যায়, দাম্ভিকতা ও মিথ্যা থেকে মুক্তি পাবে পৃথিবী, আর সাথে সাথে মুক্তি পাবে ইতিহাস।'

পাঠকগণ নিশ্চয় বুঝেছেন, এখানে শায়েখের ভাষাশৈলী। মুফতী সাহেব আপনি যদি বুঝতে না পারেন, তাহলে সেটা আপনার জন্য বিপদ। আর যদি বোঝার পরও অভিযোগ তোলেন, তাহলে সেটা মহা বিপদ। আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন আপনি কোন বিপদে পতিত।

দুই.

যে ব্যক্তির সামান্য ভাষাজ্ঞান আছে, সেও তো এই প্রশ্ন তুলবে না। তারা কুরআনের এই আয়াতগুলোর ব্যাপারে কী বলবে:

জাহান্নামে জাহান্নামীকে বলা হবে-

﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾

'স্বাদ নাও, আপনি তো সম্মানী সম্ভ্রান্ত'।[১৪০]

উক্ত আয়াতে বলা হচ্ছে, জাহান্নামীকে সম্মানী বলে তুচ্ছ করা হবে।

[১৪০] দুখান, আয়াত:৪৯

একইভাবে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের ব্যাপারে বলেন,

﴿ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

আর আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দিন।[১৪১]

সংশয়:৫

শায়েখ আইমানের আকীদা নষ্ট হয়ে গেছে। কারণ তিনি তার দিকনির্দেশনার মধ্যে বলেছেন- 'বৌদ্ধ, মুশরিক ও অন্যান্যদের সাথে মুসলিমরা নিরাপদ ও শান্তিতে বসবাস করবে'।

একইভাবে দাউলার মুখপাত্র আদনানী আল-কায়েদার পথভ্রষ্টহওয়ার বা মানহাজ পরিবর্তন হওয়ার প্রমাণ উল্লেখ করতে গিয়ে তাচ্ছিল্লোর সুরে বলেন,

وأصبح النصارى المحاربون، وأهل الأوثان من الهندوس والسيخ وغيرهم شركاءالوطن؛ يجب العيش فيه معهم بسلام واستقرار ودعَة:

'(আল-কায়েদার কাছে) আমাদের সাথে যুদ্ধরত নাসারারা, হিন্দু, শিখ ও অন্যান্য মূর্তিপূজকরা হয়ে গেছে স্বভূমির অধিবাসী। তাদের সাথে নাকি নিরাপদে ও শান্তিতে বসবাস করা আবশ্যক !?'

দাউলার প্রধান মুফতী তুর্কি বিন আলী শায়েখ মাকদিসীর কাছে শায়েখ আইমানের ব্যাপারে লিখেছেন,

وتأمل في توجيهاته الأخيرة وأننا لابد أن نتعايش مع البوذيين والمشركين وغيرهم في سلام و دعة!!

'আপনি একটু তাঁর সর্বশেষ দিকনির্দেশনাটি চিন্তা করে দেখুন, (তিনি বলেছেন) আমাদের উপর আবশ্যক হল, বৌদ্ধ, মুশরিক ও অন্যান্যদের সাথে নিরাপদে ও শান্তিতে থাকা।'

জবাব:

এখানেও খিলাফতের সব চেয়ে বড় মুফতী ও মুখপাত্র সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে অসৎ উদ্দেশ্যে সেটাকে বিকৃতরূপে উপস্থাপন করেছে,

সাধারণ দিকনির্দেশনার মধ্যে মুজাহিদীনের উদ্দেশ্যে শায়েখের বক্তব্য ছিল,

عدم التعرض للنصارى والسيخ والهندوس في البلاد الإسلامية، وإذا حدث عدوان منهم، فيُكتفى بالرد على قدرالعدوان، مع بيان أننا لا نسعى إلى أن نبدأهم بقتال،

[১৪১] ইনশিকাক, আয়াত:২৪

لأننا مشغولون بقتال رأس الكفر العالمي، وأننا حريص ونعلى أن نعيش معهم في سلام ودعة إذا قامت دولة الإسلام قريبا إنشاء الله .

'মুসলিমদের ভূ-খণ্ডগুলোতে বসবাসরত হিন্দু, শিখ ও নাসারাদের সাথে দ্বন্ধে না জড়ানো। যদি তাদের পক্ষ থেকে কোন সীমালঙ্ঘন দেখা যায়, তাহলে এই সিমালঙ্ঘনের সমপরিমাণ জবাব দিয়ে ক্ষান্ত করব। আর এর কারণ স্পষ্ট করছি যে, আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করতে চাচ্ছি না, কেননা আমরা বর্তমানে আন্তর্জাতিক কুফরের প্রধানদের সাথে যুদ্ধে ব্যস্ত। আর আমরা এব্যাপারে আগ্রহী যে, অচিরেই যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে ইনশাল্লাহ, তখন আমরা তাদের সাথে নিরাপদে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারব।'

শায়েখ এখানে দুটি ব্যাপারে বলেছেন। এক, তাদের বিরুদ্ধে এখন যুদ্ধে না জড়ানো। কারণ, আমরা বর্তমানে আন্তর্জাতিক কুফরের লিডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। দুই. আমাদের আগ্রহ হচ্ছে, ইসলামী রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের সাথে যুদ্ধে না জড়িয়ে শান্তিতে থাকা। কারণ, মুসলিম দেশের কাফেরদের ব্যাপারে আমাদের ইচ্ছা এটাই, তারা ইসলামের সকল শর্ত মেনে নিয়ে আমাদের সাথে বসবাস করবে। হ্যাঁ, তবে যদি তারা এর ব্যাতিক্রম করে, তখন প্রমাণিত হবে, এব্যাপারে তাদের আগ্রহ নেই। তখন তাদের ব্যাপারে ফয়সালা তো আলহামদু লিল্লাহ আমাদের জানা আছে।

প্রিয় ভাই! এখন আপনি আদনানীর বক্তব্যটি আবার পড়ুন,

(আল-কায়েদার কাছে) আমাদের সাথে যুদ্ধে রত নাসারারা এবং হিন্দু, শিখ ও অন্যান্য মূর্তিপূজকরা হয়ে গেছে স্বভূমির অধিবাসী। তাদের সাথে নাকি নিরাপদে ও শান্তিতে বসবাস করা আবশ্যক?

লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হল, তিনি কিভাবে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করেছে।

আরেকটি ব্যাপারে তিনি মিথ্যা বলেছেন: শায়েখ বলেছেন, মুসলিম দেশে বসবাসরত নাসারাদের কথা; হারবীদের (যুদ্ধেরতদের) কথা নয়। কিন্তু সে বয়ানে বলেছে ঐ সমস্ত নাসারাদের কথা, যারা আমাদের সাথে যুদ্ধরত। আর শরীয়তের ব্যাপারে জ্ঞানের অধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তি নিশ্চয় জানেন, কোন এক-দুই দেশের নাসারারা যদি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকে তাহলে এর কারণে পৃথিবীর সব নাসারারা হারবী (যুদ্ধরত) নাসারাদের হুকুমে পড়বে না। মক্কার ইয়াহুদী গোত্রগুলোর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'সিয়াসতেই"এটি পরিষ্কার করে দেয়।

সংশয়:৬

আল-কায়েদা পথভ্রষ্ট হয়েছে

ইরানের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। তারা ইরানে আক্রমণ করে না এবং দাউলাকেও আক্রমণ করতে বারণ করেছে।

শায়েখ আইমান সাধারণ রাফিজীদেরকে স্পষ্টভাবে তাকফীর করে না। তিনি বলেন, তাদের তাকফীরের ব্যাপারে আলেমদের ভিন্ন ভিন্ন মত আছে।

সেদিকে ইঙ্গিত করে আদনানী বলেছে,

فليسجّل التاريخ أنّ للقاعدة دَينٌ ثمينٌ في عُنُقِ إيران .

'ইতিহাস লিখে রাখুক, ইরানের ঘাড়ে আল-কায়েদার মূল্যবান ঋণ রয়েছে।'

তিনি আরও বলেন,

وأن الرافضة المشركين الأنجاس: فيهم أقوال، وهم موطن دعوة لاقتال .

এক.

ইরানে আক্রমণ করতে বারণ করা

* যে ব্যক্তি নববী সিয়াসত সম্পর্কে অবগত, সে নিশ্চয় জানে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি সিয়াসত ছিল, শত্রু যথাসম্ভব কমিয়ে রাখা। একসাথে সবাইকে শত্রু না বানানো। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে যুদ্ধ করেছেন কুরাইশদের সাথে। তখন তিনি ইয়াহুদীদের সাথে চুক্তি করেছিলেন, যুদ্ধে জড়ান নি।

* তাদের 'খিলাফত' প্রতিষ্ঠার এক বছর হল, তারা তো এখনও ইসরাইলে আক্রমণ করল না, মুসলিমদের প্রথম কেবলা মুক্ত করল না। এখন যদি কেউ বলে, তারা ইয়াহুদীদের দালাল, কারণ খিলাফতের প্রথম কাজ ইয়াহুদীদেরকে তাদের পাওনা পরিশোধ করা, প্রথম কেবলা মুক্ত করা?

* তাদের দাবি হচ্ছে, 'শায়েখ আইমান আল-কায়েদাকে গোমরাহ করেছেন। শায়েখ ওসামা তাদের ইমাম, তারা শায়েখ ওসামার মানহাজের উপর অটল আছে। তারাই শায়েখ ওসামার আসল উত্তরসূরী। শায়েখ আবু ইয়াহয়া, শায়েখ আতিয়্যাতুল্লাহ তাদের সেনাপতি'। আল্লাহর ওয়াস্তে তারা বলবে কি? ইরানের সাথে আল-কায়েদার এই অবস্থান কি শায়েখ ওসামা ইমারাতের দায়িত্বে থাকার সময় থেকেই নয়? তখন কি শায়েখ আবু ইয়াহয়া আল-কায়েদার শরীয়া বিভাগের প্রধান ছিলেন না? শায়েখ আতিয়্যাতুল্লাহ কি তখন জীবিত ছিলেন না?! আদনানী! আল-কায়েদার এই মানহাজ তো শায়েখ আইমান পরিবর্তন করেন নি বরং এটি হচ্ছে আপনাদের (তাদের মুখের দাবি অনুযায়ী) নেতাদের মানহাজ।

সত্য করে বলুন, নেতাদের মানহাজ কে পরিবর্তন করছে? শায়েখ আইমান, নাকি আপনারা?

দুই.

সাধারণ রাফিজীদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করা

শায়েখ আইমান সাধারণ রাফিজীদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন যুদ্ধ কৌশল হিসাবে। কারণ এর ফলে শত্রু বেড়ে যায় এবং যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। আর কাফের নেতারাও এটাই কামনা করে। কারণ আল-কায়েদার মূল টার্গেট ছিল, আমেরিকা ও ইসরাঈল। আর এই যুদ্ধকৌশল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত থেকেই পাওয়া যায়।

তিন.

রাফিজীদেরকে তাকফীর না করা

রাফিজীদের আকীদাহ-বিশ্বাসগুলো নিশ্চিতভাবে 'কুফরে আকবর' বা বড় কুফর। কিন্তু রাফিজীদের যারা জনসাধারণ আছে, তাদেরকে ব্যাপকভাবে তাকফীরে মুয়াইয়ান (প্রত্যেককে নির্দিষ্টভাবে কাফের সাব্যস্ত) করা হবে কি না, এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে:

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. রাফিজী জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে (আম ভাবে) তাকফীর করতে বারণ করেছেন।[১৪২]

শায়েখ মাকদিসী হাফি.ও একই মত পোষণ করেছেন।[১৪৩]

সাধারণ শিয়াদেরকে তাকফীর করার ব্যাপারে এরকম অনেক আলেমদের ভিন্নমত থাকার কারণে শায়েখ বলেছিলেন, তাদেরকে তাকফিরের ব্যাপারে অনেকের ভিন্নমত আছে।

হায় আফসোস! এ কারণে কি শায়েখ আইমানের আকীদা নষ্ট হয়ে গেছে! আল-কায়েদা পাল্টে গেছে!!

অথচ, শায়েখ অনেক আগেই এ ব্যাপারে একটি রিসালা লিখেছেন, موقفنا من إيران الرافضية (ইরানের রাফিজীদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান)। সেখানে তিনি তাদের কুফরী আকীদাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে সর্বশেষে শায়েখ লিখেন:

فهذه العقائد من إعتقدها بعد إقامة الحجة عليه؛ يصير مرتداً عن دين الإسلام، ومن كان جاهلاً، واعتقد هذه الأصول الفاسدة بناء على أحاديث ظنها صحيحة،

[১৪২] দেখুন, মিনহাজুস সুন্নাহ: ১/২২৮, মাজমুল ফাতওয়া: ২/ ১০৭।

[১৪৩] দেখুন, ১০/৭/২০১৫ তে আল-জাযিরাতে দেয়া শায়েখের সাক্ষাৎকার

ولم يبلغه الحق فيها، أو كان عامياً جاهلاً فهو معذور بجهله، على التفصيل المعروف في كتب الأصول (راجع: " مبحث الجهل والعذر به " في كتاب " الهادي إلى سبيل الرشاد .

'হুজ্জত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পরও যদি কেউ এসমস্ত আকীদা পোষণ করে, সে দীনত্যাগী মুরতাদ হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ যদি জাহেল হয়, কিছু ভুল ঘটনাকে সঠিক মনে করে এ সমস্ত ভ্রান্ত নীতিগুলোকে বিশ্বাস করে, আর এ ব্যাপারে তার কাছে হক না পৌঁছে, অথবা সে হয় অজ্ঞ, সাধারণ জনতা; তাহলে তার অজ্ঞতার কারণে তার ওযর গ্রহণ করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে (তাকে অপারগ আখ্যায়িত করতে হলে) উসূলের কিতাবে যে প্রসিদ্ধ আলোচনা আছে তার ভিত্তিতে করতে হবে।'[১৪৪]

এটাই হচ্ছে রাফিজীদেরকে তাকফীরের ক্ষেত্রে শায়েখ আইমানের অবস্থান, যেটা হচ্ছে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. সহ অন্যান্য ইমাদের অভিমত। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ধুম্রজাল তৈরির কোনই সুযোগ নাই।

সংশয়:৭

আল-কায়েদা শায়েখ ওসামার মানহাজ থেকে সরে গেছে কারণ, তারা দেশে-দেশে সাধারণ মুসলিমদের সরকার বিরোধী গণআন্দোলনগুলোকে সাপোর্ট করে। এই গণআন্দোলনকারীদেরকে সাপোর্টের ব্যাপারে আদনানী বলে,

لقد أصبحت القاعدة تجري خلف ركب الأكثرية، وتسمّيهم الأمة؛ فتداهنهم على حساب الدين .

'আল-কায়েদা বর্তমানে সংখ্যাধিক্যের পিছনে ছুটতে আরম্ভ করেছে, সংখ্যাগুরুদেরকেই উম্মাহ হিসাবে আখ্যায়িত করছে। ফলে দীনের নামে তাদের সাথে তোষামোদ করছে।'

জবাব:- এক.

সুবহানাল্লাহ! লিবিয়া, সিরিয়া ও মিসরে জালিম তাগুত সরকারকে হটাতে যেসমস্ত মানুষ আন্দোলন করছে, তারা কি উম্মাহ নয়? আল-কায়েদা তাদেরকে উম্মাহ বলেছে, এটা কি তার অপরাধ? এটাই কি তার মানহাজ পরিবর্তনের কারণ? দাউলা কি তাদেরকে উম্মাহ মনে করে না? তাদেরকে সঠিক পথ দেখানো, তাদের আন্দোলন যেন সঠিক পথে চলে, ধীরে ধীরে সশস্ত্র আন্দোলনে রূপ নেয়, এ জন্য তাদেরকে উপদেশ দেওয়া কি অপরাধ? তাই সেটাকে দীনের নামে তোষামোদ বলে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে?!!

[১৪৪] রাফিজী ইরানের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান-৪

দুই.

বলুন, শায়েখ ওসামার মানহাজ থেকে কারা সরে গেছে? আল-কায়েদা, নাকি দাওলা? শায়েখ ওসামাকে তো আপনারাও নিজেদের ইমাম বলে দাবি করেন, তাঁর মানহাজের উপর আছন বলে বিশ্বাস করেন, তাহলে উম্মাহর প্রতি শায়েখ উসামার শেষ রিসালাটি নীচের লিংক থেকে মনোযোগ দিয়ে শুনুন।[১৪৫]

কে পাল্টে গেছে? কে শায়েখ ওসামার মানহাজ থেকে সরে গেছে? শায়েখ ওসামার এই বয়ান তো ছিল আরব বসন্তকে লক্ষ্য করে। এ বয়ানের শিরোনামই তো ছিল 'আরব বসন্ত'। তিনি তো নিজেই এই আরব বসন্তকে সাপোর্ট করেছেন। তারপরও কি আপনারা শায়েখ আইমানকে মিথ্যা অপবাদ দিবেন? শুনে রাখুন, একদিন আপনাদেরকে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াতে হবে!!

তিন.

আপনারা তো শায়েখ আবু ইয়াহয়া ও শায়েখ আতিয়্যাতুল্লাহকে নিজেদের ইমাম বলে দাবি করেন, তাদের পথে অবিচল আছেন বলে চিৎকার করেন, তাহলে শুনে দেখুন দুই শহীদের আলোচনা, যেখানে তারা জনগণের এই আন্দোলনগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন, এগুলোকে সাহায্য করতে বলেছেন:[১৪৬]

চার.

আল-কায়েদা জাযীরাতুল আরবের সাবেক আমির শায়েখ নাসির আল-উহাইশী রহ. এর অডিও রিসালা শুনে দেখুন যাতে তিনি শায়েখ আইমানকে বায়আত দিয়েছিলেন। এর মধ্যেও তিনি একই ব্যাপারে আলোচনা করেছেন,[১৪৭]

পাঁচ.

আল-কায়েদা নিজেকেই পুরো উম্মাহ মনে করে না; বরং উম্মাহর একটা অংশ মনে করে। তারা জিহাদকে কেন্দ্রিক জামাত বা দাউলার জিহাদ থেকে বের করে পুরো উম্মাহর জিহাদে পরিণত করার চেষ্টা করছে। এই জিহাদে পুরো উম্মাহর অংশ গ্রহণের লক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। তারা এই উম্মাহর জন্যই নিজেদের জীবনগুলো কুরবান করে যাচ্ছে। তারা উম্মাহকে ভালবাসে। তাদের কাছে উম্মাহ নিজেদের অনুসারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। উম্মাহর জন্য আন্দোলন উম্মাহকে সাথে নিয়েই করতে হবে। তাই উম্মাহকে জাগিয়ে তোলার বিকল্প নেই। আর এ

[১৪৫] http://www.youtube.com/watch?v=v6f0nv7SAjM

[১৪৬] টেক্সট-http://dorarmouba3tara.blogspot.com/2014/10/blog-post_99.html
ভিডিও- https://www.youtube.com/watch?v=NvIH5OrUIZM

[১৪৭] http://www.youtube.com/watch?v=zEDQCO4b50Y

জন্যই আল-কায়দা উম্মাহকে সক্রিয় করতে পর্যায়ক্রমে এগোনোর দূরদর্শী পরিকল্পনাগুলো ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করে চলেছেন। হ্যাঁ, এটাই শায়েখ ওসামার মানহাজ, আলহামদু লিল্লাহ আল-কায়েদা এই মানহাজের উপর অটল আছে। ইনশাআল্লাহ সামনেও থাকবে।

শেষ কথা,

প্রিয় উম্মাহ! আপনাদের সচেতন ও সজাগ করার লক্ষেই মূলত 'দাউলা'র ফিৎনা সম্পর্কে আমাদের এ উদ্যোগ। জানি অনেকে আশাহত হচ্ছেন। ভাবছেন, মুসলিম উম্মাহর ভাগ্যে বুঝি দুরাশাই লেখা আছে। না, এমনটি ভাবার সুযোগ মুমিনদের নেই। রাসূল সা. বলেছেন, 'আমার উম্মাহর দৃষ্টান্ত হল, মেঘমালার মতো। মেঘমালার কোন অংশে কল্যাণ ও বরকত রয়েছে তা যেমন জানা যায় না; তেমনি উম্মাহর কোন অংশে কল্যাণ নিহিত তা বলাও সম্ভব নয়। তাই আশাহত হওয়ার কিছু নেই। যা সত্য তা আমাদের মানতে হবে, যা মিথ্যা তাকে মিথ্যাই বলতে হবে। এটাই ইসলামের শিক্ষা। পরিশেষে কবির ভাষায় বলি-

'মিথ্যা ভেদিয়া সত্য উঠুক জেগে/সত্যের ছকা বাজিয়া উঠুক বেগে।